দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 NOV 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

025

স্থগিত পরীক্ষার ফল : দায়ী কে ?

কুমিল্লা বোর্ডের ২৭৯৩ জন ছাত্রছাত্রীর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত আছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন বিভিন্ন অনিয়মের জন্য এই ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা যায়নি. অনিয়মের মধ্যে আছে একবার অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন। পরীক্ষার ফরম পূরণে ত্রুটি প্রভৃতি। পরীক্ষা শুরু হওয়ার অন্তত ছ' মাস পূর্বে নাকি এ ধরনের ছাত্রছাত্রীদের সঠিক কাগজপত্র দাখিলের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজে আসেনি।

কেন আসেনি সে ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিরুত্তর। তবে পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখার হিসাব নিলে আর একটি দৃশ্য চোখে পড়বে। দেখা যাবে এই ২৭৯৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৬০৩ জন কুমিল্লা জেলার, ৭১৪ জন চট্টগ্রাম, ৩৬৪ জন চাঁদপুরে এবং সবচেয়ে কম হচ্ছে সিলেট জেলার—মাত্র ৫ জন। পরীক্ষা কেন্দ্র ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে চাঁদপুর জেলার ৩৬৫ জনের মধ্যে ৩৩৩ জন হচ্ছে কচুয়া কলেজ কেন্দ্রের। এর পর কুমিল্লার পয়েলগাছা চৌদ্দগ্রাম, চিওড়া কলেজের হচ্ছে ৩০২, ২২৭ এবং ২৬৭। চট্টগ্রাম জেলার প্রথম সারিতে আছে ফতেয়াবাদ কলেজ। এ কেন্দ্রে ২১১ জন ছাছাত্রীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত আছে।

এবার শহরের কুমিল্লা জেলার হিসাব নিলে দেখা যাবে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়নি বোর্ডের এমন ২৭৯৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১১৬৪ জনই এই এলাকার। এই হিসাব থেকে প্রশ্ন উঠবে কুমিল্লার কাছাকাছি এ সকল কলেজগুলি থেকে ছ' মাস আগে নোটিশ দিয়েও সঠিক কাগজপত্র পাওয়া গেল না কেন ? এখানে আরো উল্লেখ্য যে কুমিল্লা বোর্ডে মফস্বল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা শহরের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল ফল করেছে। এবং শহরের নামী কলেজের কোন ছাত্রছাত্রীর ফলই স্থগিত রাখা হয়নি।

ওপরের হিসাব থেকে মনে করার কারণ ঘটে যে একটি বিশেষ কারণে পরীক্ষার পূর্বে মফস্বল কলেজে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হয়ত আইন কানুন জানে না বলে 'বিশেষ উপায়ে' উত্তীর্ণ হবার আশায় এক শ্রেণীর 'একবার ফেল করা' ছাত্র পরীক্ষার কেন্দ্র পাল্টায়।

কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ কিছু জানেন না তাও সত্য নয়। ফেলকরা ছাত্ররা পরীক্ষার কেন্দ্র পাল্টাতে পারে না। সঠিকভাবে বোর্ডের কাগজ পূরণ করতে না পারলে পরীক্ষা দেয়া যায় না বা কতিপয় নির্দিষ্ট কলেজে যে অবাঞ্ছিত পরীক্ষার্থীর ভিড় এ খবরও সকলেরই জানা। তা হলে এর পরেও এদের পরীক্ষার ফরম গ্রহণ করা কেন হল ? কেন এডমিট কার্ড দেয়া হয় ? কেন আবার তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখা হয় পরীক্ষার ফল প্রকাশ পর্যন্ত ? কেন কলেজ কর্তৃপক্ষ এদের পরীক্ষার পূর্বে ভর্তি করেন ? কেন তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়—এ প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই সেই বিশেষ কলেজ কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। কেন এদের 'বেআইনী-ভাবে' পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষও দোষের ভাগী হন তার কারণও খুঁজে দেখা প্রয়োজন। একি কলেজ এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা। বিপথগামী ছাত্রদের তাড়িয়ে দেবার মহৎ মানসিকতা। না, একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারীর কারসাজি। এ প্রশ্নের জবাব যাই হোক না কেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক যে এর ফলে বিভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এর ফলে সাধারণভাবে আস্থা নষ্ট হচ্ছে পরীক্ষার ওপর। মেধাবী ছাত্ররাও মর্যাদা পাচ্ছে না।

তবে ঘটনাটি শুধু কুমিল্লা বোর্ডে সীমাবদ্ধ নয়। সকল শিক্ষা বোর্ডই এ রোগে ভুগছে। এবং সকল বোর্ডেরই এ রোগ থেকে আশু নিরাময় প্রয়োজন। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই এ ব্যাপারে জরুরী উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে বলে আমরা মনে করি।